দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 08 OCT 1998

পৃঃ ১ কলাম ৭

১০৭

ডাকসু নির্বাচন ডিসেম্বরে

আনোয়ার আলদীন ॥ দীর্ঘ আট বছর পর অবশেষে আগামী ডিসেম্বরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হইতেছে। গত ২৭শে মে বহুকালের নিষ্ক্রিয় ডাকসু ভাঙ্গিয়া দেওয়ার পর কর্তৃপক্ষ চলতি অক্টোবর মাসে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা দিলেও দেশের প্রলয়ংকরী বন্যা পরিস্থিতির কারণে তাহা সম্ভব হইতেছে না। আট বছর ডাকসু কার্যকর না থাকায় দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বহু আন্দোলন-সংগ্রামের সূতিকাগার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহশিক্ষা কার্যক্রম ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। ছাত্র-ছাত্রীদের সুকুমার বৃত্তি চর্চা স্থবির হইয়া আছে। ডাকসু গঠনতন্ত্র অনুযায়ী প্রতিবছর নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিধান রহিয়াছে। ১৯৯০ সালের ৬ই জুলাই সর্বশেষ ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উহার পর চারদফা নির্বাচনের উদ্যোগ

(২য় পৃষ্ঠায় ৩-এর কঃ দ্রঃ)

ডাকসু নির্বাচন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

নেয় কর্তৃপক্ষ। কিন্তু সরকার বিরোধী ছাত্র সংগঠনের সহিংস বিরোধিতার মুখে প্রতিবারই ভন্ডুল হইয়া যায়।

১৯৯৭ সালের মার্চে বঙ্গবন্ধু হলে ছাত্রদল নেতা আরিফ হোসেন তাজ হত্যাকান্ডের পর গঠিত 'ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন তদন্ত কমিটি' এক রিপোর্টে নিষ্ক্রিয় ডাকসু ভাঙ্গিয়া দেওয়ার সুপারিশ করে। উহার পর বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট ডাকসু ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত নেয়। ইতিমধ্যে গত ২১শে ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ডাকসু নেতৃবৃন্দ ও ছাত্রদল নেতা-কর্মীরা অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটায়। উহার পর ভিসি ডঃ আজাদ চৌধুরী গত ২৭শে মে ডাকসু ভাঙ্গার ঘোষণা দেন।

জানা গিয়াছে, ডাকসু ভাঙ্গার পর হইতে সকল ছাত্র সংগঠন ডাকসু নির্বাচনের দাবী জানাইয়া আসিতেছে। ছাত্রলীগ বাদে অপর ক্রিয়াশীল সংগঠনগুলি মনে করে যে, ক্যাম্পাসে এখন নির্বাচন উপযোগী পরিবেশ নাই। ছাত্রলীগ মনে করে, ক্যাম্পাসে এখন স্মরণকালের সবচাইতে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করিতেছে। এখনই ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠান জরুরী। ছাত্রলীগ সভাপতি এনামুল হক শামীম বলিয়াছেন, এই মুহূর্তে ডাকসু নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হউক।

অপরদিকে ক্যাম্পাসের সকল ছাত্র হল হইতে নিয়ন্ত্রণ হারা হইবার পর ছাত্রদল সভাপতি শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি মনে করেন, হলগুলিতে সহাবস্থানের শান্তিপূর্ণ নির্বাচনী পরিবেশ নিশ্চিত করিয়া তফসিল ঘোষণা করিতে হইবে।

জানা গিয়াছে, আসন্ন নির্বাচনে নিয়মিত ছাত্ররাই কেবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবে।